বিআর১৬

বালাম চাষে দিলে মন
গুণে মানে পাবে ধন

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এ জাতটি ইরি থেকে প্রবর্তন করেছে। এটি ১৯৮৩ সালে বোরো ও আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য বিআর১৬ নামে জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। এ জাতের জনপ্রিয় নাম শাহীবালাম। ইহা বোরো মৌসুমের বালাম ধান।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেন্টিমিটার।
- গাছের কান্ড এবং পাতা খাড়া ও সবুজ।
- কুশি গজানোর ক্ষমতা মাঝারি।
- চাল লম্বা, চিকন এবং সাদা।
- ভাত ঝরঝরে এবং সুস্বাদু।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৮%।
- অল্প জিআই ইনডেক্স সম্পন্ন ।

বিআর১৬

জীবনকাল

বোরো মৌসুমে জাতটির জীবনকাল ১৫৫-১৬০ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে বোরোতে হেক্টরপ্রতি ৫.৫-৬.০ টন ফলন দিয়ে থাকে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ১৭ কার্তিক -১৬ অগ্রাহায়ণ (১-৩০ নভেম্বর)।

২. **রোপণের সময় ঃ** ২০ পৌষ - ২০ মাঘ (জানুয়ারি)।

৩. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ**

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা
৩০-৪০	৭-১৪	৮-১৬	৪-১১	০.৭-১.০

৩.১ ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ১৫-২০ দিন পর

তীয় উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর। ইউরিয়া প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় উপরি প্রয়োগ ঃ রোপণের ৪৫-৫০ দিন পর।

৩.২ ইউরিয়া প্রয়োগের সঠিক সময় নির্ণয়ের জন্য লিফ কালার চার্ট ব্যবহার করতে হবে।

৪. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের ৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৫. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** ধানের থোর অবস্থা থেকে দানা দুধ অবস্থায় জমিতে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. **ফসল কাটা ঃ** ২৫ বৈশাখ- ৬ জ্যৈষ্ঠ (৮-২০মে)।

য

মন্তব্য ঃ

যারা বালাম চালের ভাত পছন্দ করেন এবং উন্নত মানের মুড়ি উৎপাদন করতে আগ্রহী তাদের জন্য শাহীবালাম।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd